বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতীয় মিডিয়া

লিখেছেন **আসজাদুল কিবরিয়া**

ঘটনাটি বেশিদিন আগের নয়। গত বছর বাংলাদেশ–ভারত সীমান্তের পাদুয়া ও রৌমারিতে পরপর ঘটে যাওয়া বিডিআর-বিএসএফ সংঘর্ষের সময়। ভারতের একটি পত্রিকা ছবি ছেপেছিল যে, বাংলাদেশ সীমান্তে ট্যাংক জড়ো করেছে। ছবিটি দেখলে বোঝার উপায় ছিল না সেটি কোন দেশের ট্যাংক। ঝাপসা ঐ ছবি ছেপে ভারতীয় মিডিয়া প্রমাণ করেছিল তারা আসলে কতখানি যুদ্ধোন্মাদ হয়ে গেছে। সেই সময় ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় বিভিন্নভাবে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা চালানো হয়। ভারতীয় প্রভাবশালী 'সাপ্তাহিক ইন্ডিয়া টুডে' পাদুয়া অভিযান পরিচালনাকারী তৎকালীন বিডিআর প্রধান মেজর জেনারেল ফজলুর রহমানকে আখ্যায়িত করে 'বিডিআর কাউবয়' হিসেবে। আনন্দবাজার, টেলিগ্রাফ, স্টেটসম্যান, এশিয়ান এজ, দ্য হিন্দু প্রভৃতি ভারতীয় দৈনিক পত্রিকা সীমান্ত সংঘর্ষের ঘটনাগুলো চরম একতরফাভাবে পরিবেশন করে সমস্ত দায়ভার ও দোষ বাংলাদেশের ওপর বিশেষত বিডিআরের ওপর চাপায়।

ভারতীয় মিডিয়ার এহেন অনৈতিক আচরণ ও কর্মকান্ড আসলে বহুদিনের চর্চা। সুযোগ পেলে যে কোনো ইস্যুতে প্রতিবেশী দেশগুলো সম্পর্কে নেতিবাচক ও বিভ্রান্তিকর ধারণা ছড়িয়ে দেওয়ায় এদের জুড়ি মেলা ভার। আর প্রিন্ট মিডিয়ার পাশাপাশি ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াও অনেক শক্তিশালী হওয়ায় যে কোনো জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে কোনো প্রচারণা কাজেই ভারতীয়দের সুবিধা অনেক বেশি। অবশ্য এটাও স্বীকার করতে হবে যে, নিজ দেশীয় ও নিজ সরকারের ত্রুটি-বিচ্যুতির সমালোচনায় ভারতীয় পত্র-পত্রিকা বেশ শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে। পালন করে একটি শক্তিশালী ও ইতিবাচক সাংবাদিকতার ধারা। দুঃখজনক ও দুর্ভাগ্যজনকভাবে অনেক সময়ই এর অপব্যবহার করা হয় প্রতিবেশী দেশগুলোকে অপদস্থ করার জন্য। বিশেষ করে এক নম্বর শত্রু হিসেবে পাকিস্তানকে তো কথাই নেই। কারগিল সংঘর্ষের ঘটনা তার স্পষ্ট প্রমাণ। আর এখন আবার বাংলাদেশকে নিয়ে লেগেছে ভারতীয় মিডিয়া। বলতে হয় ভারতীয় মিডিয়ার একটি অংশ বিশেষ।

২০ জানুয়ারি কলকাতায় আমেরিকান সেন্টারে সন্ত্রাসী হামলার পর পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ব্যাপক ধর-পাকড় শুরু হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এসব ধর-পাকড়ের শিকার মুসলমানরা। কয়েকজন বাংলাদেশকে আটক করেছে ভারতীয় পুলিশ। বাংলাদেশের সঙ্গে সীমান্তে টহল জোরদার করেছে বিএসএফ। আর ভারতীয় পত্র-পত্রিকা ও টিভি চ্যানেলে ঘটনার সঙ্গে বিভিন্নভাবে বাংলাদেশকে জড়িত করা হচ্ছে। ঘটনার সঙ্গে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআইর সম্পৃক্ততার কথা তো বলছেই। নয়াদিল্লির পার্লামেন্ট ভবনে হামলার ঘটনাকেও পাকিস্তানকে জড়িত করেছে ভারত। পাকিস্তান এসব ঘটনায় কতোটা জড়িত কি জড়িত না সেটা নিয়ে আমাদের মানে বাংলাদেশের মানুষের কোনো মাথাব্যথা নেই। ভারত-পাকিস্তান সমস্যা তারা দু'দেশ বুঝবে ও নিজেদের মতো সামলাবে। কিন্তু এসব ঘটনার সঙ্গে বাংলাদেশকে জড়িত করার অপচেষ্টা কেন? ভারতীয় মিডিয়ার প্রচারণাটা এরকম যে, হরকাতুল জেহাদসহ কয়েকটি জঙ্গি ইসলামী সংগঠন বাংলাদেশের ভেতরেও সক্রিয়ভাবে কাজ করছে এবং পাকিস্তানের সঙ্গে মিলে একটি বড় সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে। ভারতীয় মিডিয়ার বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে আরো যা স্পষ্ট হয়, তা হলো বাংলাদেশ গোপনে গোপনে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এসব সংগঠনকে মদদ দিচ্ছে। এসব সংবাদ পরিবেশনে বাস্তবতার চেয়ে কল্প-কাহিনী ও বিদ্বেষপ্রসূত মনোভাবই বেশি কাজ করেছে। ভারত একটা বিশাল রাষ্ট্র। তার ২২টি প্রদেশের প্রতিটিতেই কমবেশি সমস্যা আছে। সারা ভারত জুড়ে বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে-রয়েছে অসংখ্য বিচ্ছিন্নতাবাদী সশস্ত্র জঙ্গি সংগঠন। সেগুলোর দিকে মনোযোগ না দিয়ে বাংলাদেশে যেসব সংগঠনের প্রকৃত অস্তিত্ব নিয়েই সন্দেহ আছে সেগুলোকে টেনে এনে বাংলাদেশকে অভিযুক্ত করার এ অপপ্রয়াস কেন? বাংলাদেশের আর্থ-রাজনৈতিক বাস্তবতায় এ ধরনের কোনো সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে রাষ্ট্রীয় মদদ যোগানো খুবই কঠিন ও প্রায় অসম্ভব।

বাংলাদেশ সীমান্তে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে বিএসএফ যখন নিরীহ বাংলাদেশী জনগণকে

হত্যা করে তখন ভারতীয় মিডিয়া নিশ্চুপ থাকে। কলকাতা তথা ভারতে বসে যখন বাংলাদেশ সম্পর্কে মিথ্যাচার করা হয় তখন তা ফলাও করে পরিবেশন করা হয়। তাতে মদদ যোগানো হয়। ইদানীং পশ্চিমবঙ্গভিত্তিক 'বাংলা মায়ের ডাক' নামক একটি সংগঠন ইন্টারনেটে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের বিভিন্ন ঘটনা সত্য-মিথ্যা মিলিয়ে পরিবেশন করছে। এরা আমেরিকায় প্রচারণা চালাচ্ছে এবং বাংলাদেশকে কোনো রকম মার্কিন সহায়তা না দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে। বিশেষ করে বর্তমানে বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্প যখন যুক্তরাষ্ট্রে কোটামুক্ত ও শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সুবিধা পেতে মার্কিন কংগ্রেসে লবি করতে যাচ্ছে তখন ভারতীয় সংগঠনটি মার্কিন কংগ্রেসম্যানদেরকে ই-মেইল করে ও বিভিন্ন কাগজপত্র দিয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ তৈরি করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

ভারতীয় মিডিয়ার এ জাতীয় প্রচারণার অনেকগুলো উদ্দেশ্য রয়েছে। এবং ভারত সরকারের যে এসবের পেছনে নীরব সমর্থন নেই তা জোর গলায় বলা যাবে না। বাংলাদেশের সম্পদ বিশেষত তেল-গ্যাসের ওপর ভারতের লোভ অনেকদিনের। ভারতে তেল-গ্যাস রপ্তানিতে বাংলাদেশকে বাধ্য করার জন্য চাপ সৃষ্টির অন্যতম পূর্বকৌশল এটি। কারণ মার্কিন কোম্পানিগুলো ভারতকে বাজার হিসেবে ধরে বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে এসেছে। আবার আফগান যুদ্ধের সময়কালে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের খুব কাছাকাছি আসতে পেরেছে। এতে চিরশত্রু পাকিস্তানকে শায়েস্তা করার জোরও বেড়েছে অনেক। জোর বেড়েছে বাংলাদেশের ওপর চাপ দেওয়ার। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে বাংলাদেশ বিশাল ঘাটতি মোকাবিলা করছে। ভারত এটা আরো বাড়াতে চায়। সেজন্য সাপটা লঙ্ঘন করে ইচ্ছেমতো বাণিজ্যে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে। ভারত চায়, একতরফাভাবে বাংলাদেশের বাজারে পণ্য প্রবেশের সুযোগ। পাল্টা বাংলাদেশী পণ্য সেদেশে যেতে দিতে নারাজ তারা। কারণ বাংলাদেশ একটা বিশাল ও নিশ্চিত বাজার। এখন বাংলাদেশকে একটি মৌলবাদী ও সন্ত্রাসী রাষ্ট্রের পর্যায়ে ফেলা গেলে আমেরিকাসহ পশ্চিমা বিশ্বের কাছ থেকে মদদ পেতে অনেক সুবিধা হবে ভারতের। তখন বাংলাদেশ বেকায়দায় পড়বে যা থেকে সুবিধা তুলে নেবে ভারতীয় ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদরা। কিন্তু এ ধরনের একটি ধারণা তৈরি করতে হলে অনেক কিছু প্রয়োজন যার অন্যতম হলো ক্রমাগত বিদ্বেষমূলক প্রচারণা। বিভিন্ন ঘটনায় সূত্র মিলিয়ে বাংলাদেশকে জড়িত করতে থাকলে এক সময় পুরো কাজটাই সহজ হয়ে পড়বে। ভারতীয় মিডিয়ার মাধ্যমে খুব সহজে ও কৌশলে প্রচারণার কাজটা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণায় ভারতীয় মিডিয়ার একটি মদদ অবশ্য বাংলাদেশ থেকেই সরবরাহ করা হয়। বাংলাদেশের কয়েকটি পত্র-পত্রিকা, কিছু সংখ্যাক মাথাপচা ও বর্ণচোর বুদ্ধিজীবী এবং এক শ্রেণীর সুবিধাবাদী রাজনীতিবিদ এসব মদদ যোগান। বাংলাদেশে তালেবানরা বসবাস করছে ও সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করছে, লাখ লাখ হরকাতুল জেহাদ তৈরি হচ্ছে, আইএসআই গোপনে অন্তর্ঘাতমূলক প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। এ জাতীয় কথাবার্তা এরা প্রায়ই বলে থাকে। এসব বলা ও লেখার সময় এরা ভুলে যায় যে, কাল্পনিক মিথ্যাচার দিয়ে এরা নিজের দেশের কতখানি ক্ষতি করছে।